শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্

মূল, অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসমেত

স্বামী ভূতেশানন্দ

উদ্বোধন

রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় 'শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্' গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ নবকলেবরে আধুনিক বানানরীতি অনুযায়ী প্রকাশিত হলো। শাস্ত্রানুরাগী পাঠকদের কাছে গ্রন্থটির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। বর্তমান সংস্করণে মূলবিষয়বস্তু পূর্বের মতো থাকলেও, পরিশেষে দুটি শ্লোক সংযোজন করা হয়েছে, যা এই স্তোত্রের প্রচলিত অন্যান্য পাঠে দেখা যায়। এছাড়া পূর্ব সংস্করণের ত্রুটিগুলিও যথাসম্ভব সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

আশা করা যায়, পূর্বের মতো এই সংস্করণটিও পাঠকদের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত হবে।

প্রকাশক

নভেম্বর ২০২৪

শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্

মহাদেব বিষয়ক অদ্বিতীয় স্তব 'মহিম্নঃ স্তোত্রম্' রচনার পিছনে একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। গন্ধর্বরাজ পুষ্পদন্ত পুষ্পচয়নের অদম্য আকাঙ্ক্ষায় প্রতিদিন জনৈক রাজার পুষ্পসমৃদ্ধ প্রমোদ উদ্যানে উপস্থিত হতেন। পুষ্পপ্রেমিক রাজা প্রভাতে পুষ্পহীন, নিরাভরণ বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে অন্তরে ব্যথা অনুভব করতেন। এর প্রতিবিধানের জন্য তিনি উদ্যানটিকে অতন্দ্র প্রহরায় রাখার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু রাজার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো, অপহরণ তিনি ঠেকাতে পারলেন না। কারণ, পুষ্পাপহারক দেবযোনি পুষ্পদন্ত এক গন্ধর্ব, যাঁরা সহজাত অন্তর্ধানশক্তির প্রভাবে মানবের অলক্ষ্যে অভিলষিত কার্যসম্পাদনে সক্ষম। কিন্তু রাজা দমবার পাত্র ছিলেন না। অনেক ভেবে তিনি এক উপায় উদ্ভাবন করলেন। একদিন উদ্যানের সর্বত্র শিবপূজার নির্মাল্য ছড়িয়ে রাখলেন। নির্মাল্যপুষ্প দেবতাময়, দেবতারই তেজে সমৃদ্ধ। পরদিন প্রত্যূষে পুষ্পচয়নে এসে নিজের অজ্ঞাতসারেই পবিত্র নির্মাল্য উল্লঙ্ঘন ও পদক্ষেপজনিত অপরাধে অপরাধী